দৈনিক
জনকণ্ঠ
বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ৫২ ॥ ঢাকা বৃহস্পতিবার ৪ বৈশাখ
১৪৩২ বঙ্গাব্দ ॥ ১৮ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ ১৭
এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ ॥ পৃষ্ঠা ১৬ ॥ মূল্য ১২ টাকা ॥

NORTH SOUTH UNIVERSITY LIBRARY
SEEK KNOWLEDGE
NORTH SOUTH UNIVERSITY
1992

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলো উৎসাহব্যঞ্জক

নাজমুল ইসলাম ॥ দেশের অর্থনীতি মূল ভিত্তি হলো ব্যাংকিং খাতের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা। এর ওপর নির্ভর করে থাকে দেশের অর্থনীতি। বাংলাদেশ ব্যাংকিং ব্যাবস্থা অনেকটাই দুর্বল প্রকৃতির। বিগত আওয়ামী সরকারের দুর্নীতি অনেকটাই দায়ী। বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে ব্যাংকখাতের অবস্থা অনেকটাই পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, ব্যাংকিং খাতের নিয়মকানুন ও বাস্তবায়নের দুর্বলতা, ঋণদান পদ্ধতিতে অনিয়ম, রেকর্ড উচ্চতায় খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি, তীব্র তারল্য সমস্যা, দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো এবং পরিচালন কর্মক্ষমতার অবনতি হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলি সম্মিলিতভাবে আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যদিও পরবর্তী পরিস্থিতিতে ব্যাংক খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে।

প্রফেসর আব্দুল হান্নান চৌধুরী, ভাইস চ্যান্সেলর নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, চেয়ারম্যান গ্রামীণ ব্যাংক

নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ও গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রফেসার আব্দুল হান্নান একান্ত সাক্ষাৎকারে জনকণ্ঠকে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলো উৎসাহব্যঞ্জক এবং আশার আলো জাগিয়েছে।

ব্যাংকিংয়ের সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক উন্নয়নগুলোর মধ্যে একটি হলো ট্রেড ফাইন্যান্সে ব্লকচেইন প্রযুক্তির প্রয়োগ, বিশেষ করে লেটার অব ক্রেডিট সেটেলমেন্টে। বিশ্বব্যাপী, এই প্রবণতা উল্লেখযোগ্য গতি অর্জন করছে। ইতিমধ্যেই স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, এইচএসবিসি ব্যাংক ইত্যাদির পাশাপাশি বিকাশের মতো এলসি সেটেলমেন্টের জন্য ব্লকচেইন সমাধান বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এই উদ্ভাবনগুলো বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যাংক ঋণ বাণিজ্য অর্থায়নে নিবেদিত। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, বাংলাদেশে আনুমানিক ৭৫ শতাংশ মানি লন্ডারিং কার্যক্রম বাণিজ্য-ভিত্তিক মানি লন্ডারিং (টিবিএমএল)-এর সঙ্গে যুক্ত, যেখানে বিশ্বব্যাংকের মতে, বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং কার্যক্রমের প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ টিবিএমএল এর জন্য দায়ী।

অধিকন্তু, ব্লকচেইন প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে, আমরা অপরিবর্তনীয় স্বচ্ছ লেনদেন রেকর্ড তৈরি করতে পারি যা দক্ষতা উন্নত করার সঙ্গে সঙ্গে (টিবিএমএল) এর ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এবং খরচ কমায়। আমাদের মতো একটি জাতির জন্য, যারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, এই প্রযুক্তি কেবল একটি সুযোগ নয় বরং আমাদের আর্থিক ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা। বিশ্বব্যাপী ক্রেডিট মূল্যায়নে অভূতপূর্ব নির্ভুলতা আনছে। বাংলাদেশে রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন (আরপিএ) জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। দক্ষতা উন্নত করতে, ত্রুটি কমাতে এবং সম্মতি বাড়াতে বিভিন্ন কার্যকরী ক্ষেত্রে কিছু ক্ষমতায় (আরপিএ) গ্রহণ করা উচিত।

সাধারণত আরপিএম পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করতে আশাবাদী করে। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য সফ্টওয়্যার বট ব্যবহার করে। এছাড়াও, নিয়ম-ভিত্তিক কাজগুলি বা উচ্চ গতি এবং নির্ভুলতার সাথে মানুষের ক্রিয়াকলাপ অনুকরণ করা। উদাহরণস্বরূপ, বটের মাধ্যমে বেতন প্রক্রিয়াকরণ স্বয়ংক্রিয় করা। এখানে বটগুলি ডেটা আহরণ করে, মজুরি অনুমান করে এবং অবশেষে বেতন স্লিপ তৈরি করে থাকে।

এ ছাড়া কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ঋণগ্রহীতাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এএল-এর ব্যবহার সম্প্রসারণের পক্ষে।